প্রথম আলো

তারিখ ... 26 APR 2017 ...
১০ ... পৃষ্ঠা ৬ ... .

নানা সংকটে চাঁদপুর সরকারি কলেজ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্রুত উদ্যোগ নিক

শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষ সংকটসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত চাঁদপুর সরকারি কলেজের সার্বিক পরিস্থিতির যে চিত্র *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত হয়েছে, তা হতাশাজনক।

প্রথম আলোর খবর অনুযায়ী, চাঁদপুর সরকারি কলেজে ১৭টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৩টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে। কিন্তু সব বিভাগ মিলিয়ে মোট ১৮টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। এসব শূন্য পদে বিভাগের অন্য শিক্ষকদের দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বিভাগ ও শিক্ষার্থী অনুপাতে শ্রেণিকক্ষ নেই। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর তুলনায় শ্রেণিকক্ষের আয়তন ছোট। এতে পাঠদান করতে সমস্যা হচ্ছে।

কলেজে নেই কোনো কম্পিউটার ল্যাব। ফলে শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কলেজে ক্যানটিন না থাকায় ক্লাসের ফাঁকে বিরতির সময় শিক্ষার্থীদের কলেজের বাইরে গিয়ে হোটেলে নাশতা করতে হয়। এতে সময় নষ্ট হয়। এ ছাড়া ছাত্রীদের জন্য কোনো কমনরুম নেই। ক্লাসের বিরতির সময় তাঁদের গ্রন্থাগারে গিয়ে অথবা মেয়েদের হোস্টেলে গিয়ে সময় কাটাতে হয়। মেয়েদের বিশ্রামের জন্য একটি ছোট কক্ষ আছে। কিন্তু সেখানে একটিমাত্র শৌচাগার। তাই অনেক সময় শৌচাগারে যেতে মেয়েদের লাইন ধরতে হয়।

এভাবেই একটি জেলা শহরের সরকারি কলেজ দিনের পর দিন চলছে। এ নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। এটা শিক্ষার প্রতি সামগ্রিক অবহেলার চিত্রকেই তুলে ধরে। অনেক শূন্য পদ নিয়ে একটি কলেজ চলার অর্থ সেখানকার শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। শুধু চাঁদপুর জেলা কলেজ নয়, শিক্ষক-সংকট রয়েছে দেশের অধিকাংশ সরকারি কলেজেই। দেশে শিক্ষার মানের সার্বিক অবনতির পেছনের অন্যতম কারণ হচ্ছে শিক্ষক-সংকট।

কলেজের অধ্যক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, শিক্ষক-সংকট দূর করার জন্য ১০৩টি পদে নতুন শিক্ষক চেয়ে ২০১৩ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত নতুন কোনো শিক্ষক দেওয়া হয়নি। শিক্ষার প্রতি এ ধরনের অবহেলা নিয়ে জাতি হিসেবে আমরা কত দূর এগোব? চাঁদপুর সরকারি কলেজের বিভিন্ন সমস্যাসহ শিক্ষক-সংকট দূর করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.............................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এস.পি বিভাগ	
সিনিয়র এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
২৬/৪
স্বাক্ষর